সম্পাদকীয় সংখ্যা- ৩১১

بسم الله الرحمن الرحيم

অনেক মানুষ জিহাদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য নিজেদের উপর বিভিন্ন ধরনের শর্ত আরোপ করে নিয়েছে। এর দ্বারা তারা নিজেদের দীর্ঘসময় জিহাদ থেকে বিরত থাকা এবং (জিহাদ ত্যাগের ব্যাপারে) ভীতি-প্রদর্শন মূলক আয়াতগুলো থেকে গাফেল থাকাকে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ করতে চায়। তাদের কেউ কেউ তো জিহাদকে নির্দিষ্ট কিছু গুণের সাথে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। তাদের ধারণা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে হলে যুগের অনন্য ব্যক্তি হতে হবে। তারা আরও মনে করে যে, জিহাদ কেবল নির্দিষ্ট কিছু লোকের উপর ফরজ, আর কারও উপর ফরজ নয়। অথচ যদি আমরা আল্লাহ তা'আলার কিতাবের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পাই এক ভিন্ন চিত্র। আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, এমন প্রত্যেক ব্যাক্তিকেই সেখানে (জিহাদের) আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা ' আলা বলেন: {হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।} তিনি আরও বলেন: {হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা যমীন আঁকড়ে ধরে থাকো?} এবং কিছু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে সব ধরনের মুসলিদেরকে জিহাদের আদেশ করেছেন, যেন

সম্পাদকীয় সংখ্যা- ৩১১

কারো জন্য কোনো অজুহাত বাকি না থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় বেরিয়ে পরো এবং জান-মাল দিয়ে জিহাদ করো আল্লাহর রাস্তায়।} মুফাসসিরীনগণ এই আয়াতের('হালকা ও ভারী'র) বিভিন্ন অর্থ করেছেন; যেমন- যুবক-বৃদ্ধ, ধনী-গরীব, ব্যস্ত-অবসর, কর্মঠ-অলস, পদাতিক-(বাহনে) আরোহী ইত্যাদি। ব্যস্ত লোকেরা (তা যা-ই হোক না কেন; ইলম অর্জন, শিল্প, বাণিজ্য বা অন্য কিছু) বেকারদের মধ্য থেকে অবসর মানুষেরা, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া বৃদ্ধগণ ও টগবগে যুবকদল; এরা কি সাধারণ মুসলিমরা ছাড়া অন্য কেউ? আর এদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে কোনো না কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়নি? সুতরাং বোঝা গেল, জিহাদের আদেশ বিশেষ কোনো এক ধরনের লোকের জন্য নির্দিষ্ট নয়।

যদি কেউ জিহাদ ত্যাগের জন্য তার গুনাহসমূহকে অজুহাত হিসেবে পেশ করে; তাহলে (তার জানা উচিত) হিজরত ও জিহাদ গুনাহ ও ভুল-ত্রুটির কাফফারাসমূহের মধ্যে অন্যতম। হিজরত পূর্বের সকল গুনাহ মুছে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ''নিশ্চয়ই হিজরত পূর্বের সকল গুনাহ মুছে দেয়।' জিহাদের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়; আল্লাহ তা'আলা বলেন: {হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসার সন্ধান দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (তা হলো) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে! তিনি তোমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন।...} নবী ﷺ বলেছেন, ''আল্লাহ তা 'আলার নিকট শহীদের জন্য ছয়টি সম্মাননা রয়েছে; তার রক্তের প্রথম ফোঁটা প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।...''।

একজন মুজাহিদ যদি কোনো কাফেরকে হত্যা করে, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় এটা তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তার কারণ হবে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ''একজন কাফের ও তার হত্যাকারী (মুসলিম) কখনও জাহান্নামে একত্রিত হবে না।''[মুসলিম]

সম্পাদকীয় সংখ্যা- ৩১১

কোনো ব্যক্তির নাকে কখনও জাহান্নামের ধোঁয়া ও আল্লাহর রাস্তার ধূলোবালি একত্রিত হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘‘কোনো বান্দার পেটে কখনও জাহান্নামের ধোঁয়া ও আল্লাহর রাস্তার ধূলোবালি একত্রিত হবে না।’’ আল্লাহ যদি তার পেটে জাহান্নামের ধোঁয়া যাওয়া থেকেও তাকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন, তাহলে ইন-শা-আল্লাহ জাহান্নামে প্রবেশ করা তো আরও দূরের ব্যাপার।

(বর্তমানে) অনেক মানুষের অভ্যাস হয়ে গেছে যে, তারা তাওবা করতে চাইলেই মক্কায় চলে আসে এবং উমরা বা হজ্ব করে; যাতে তার তাওবা কবুল হয়। অতঃপর সে বাইতুল্লাহ থেকে ও বরকতময় যমযমের পানির নিকট থেকে তার জীবনের নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করে। এটি নিঃসন্দেহে একটি কল্যাণপূর্ণ ও উত্তম আমল। কিন্তু এই মুহূর্তগুলো ঐ ব্যক্তির আমলের সমান নয়, যে নিজের মুখমন্ডলকে জিহাদের ময়দান অভিমুখী করেছে ও জিহাদের নিয়্যাত করেছে; আর নিজের উভয় পা আল্লাহর রাস্তার ধূলোয় ধূসরিত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজের রক্ত প্রবাহিত করেছে। নিঃসন্দেহে এটি অধিক ফযীলতপূর্ণ আমল। বরং এই দুটোকে সমান মনে করা এক ধরনের জুলুম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন: {তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ করা ও মসজিদুল-হারাম আবাদকরণকে সেই ব্যাক্তির (আমলের) সমান মনে কর, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে? এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়। আর আল্লাহ জালেম লোকেদের হেদায়াত দান করেন না।} এটা হচ্ছে জিহাদ যখন ঐচ্ছিক বা ফরজে কিফায়া তখনকার অবস্থা। তাহলে আমাদের যমানার মতো জিহাদ যখন ফরজে আইন তখন কেমন হওয়া উচিত?

এমতাবস্থায় ঈমানের পরে জিহাদই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ হচ্ছে দ্বীন ও সম্মানের উপর আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকার। তাই সর্বসম্মতিক্রমে এটা ফরজ। যে আগ্রাসী শত্রু দ্বীন ও দুনিয়া উভয়েরই ক্ষতি করে, ঈমান আনার পর তাকে প্রতিহত করার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো ফরজ আমল নেই। এর জন্য কোনো শর্ত নেই; যেভাবে পারা যায় তাকে প্রতিহত করা

সম্পাদকীয় সংখ্যা- ৩১১

হবে"। অতএব যে আগ্রাসী শত্রু লড়াই করে - যদিও তাদের বাহিনী, দল ও জোট বিভিন্ন হয় এবং তারা একে অপরের পতাকাতলে লড়াই করে না - তারা সবাই দ্বীনের উপর আক্রমণকারী। তারা প্রত্যেকেই হুদুদ বাস্তবায়ন ও আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠায় বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রত্যেকেই উম্মতে মুসলিমার উপর জবর দখল করে চেপে বসে আছে। অতঃপর তাদের উপর কাফেরদের আইন ও বিধিবিধান চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। শির্কি মাজারসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং সেগুলোর ইবাদতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে যারা এসব শির্কি মাজারের নৈকট্য অর্জন করেছে তাদের প্রমোট করা হচ্ছে। মুসলিম যুবকদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে হুবহু পাশ্চাত্যের প্রতিচ্ছবি বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে ইসরার রাতে গমন করেছিলেন সেই পবিত্র বাইতুল মাক্বদিসকে ইহুদিদের কাছে সোপর্দ করে দেওয়া হয়েছে; এখন তো তারা দাবি করছে যে, এটা তাদেরই ভূমি।

অতএব এই কুফরের শাসকদের প্রতিহত ও বিতাড়িত করা এবং তাদের ডান হাত হিসেবে কাজ করা তাগুতদের অপসারণ করা, যাতে মুসলিমরা আল্লাহর শরিয়তের নেয়ামত লাভ করতে পারে এবং খিলাফাহর শাসনের অধীনে বসবাস করতে পারে - এটি থেকে কোন নেক আমল অধিক গুরুত্বপূর্ণ?...সুতরাং এ অবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের উপর সালাত-সিয়ামের মতই জিহাদ ফরজে আইন। অতএব, সালাত-সিয়ামের ক্ষেত্রে যেমন কারো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না, তদ্রুপ (এ মুহূর্তে) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ক্ষেত্রেও কারও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। একইভাবে একজন মুসলিম যত গুনাহ-ই করুক না কেন, তার উপর যেমন সালাত-সিয়াম ফরজ, তদ্রুপ তার উপর জিহাদও ফরজ। গুনাহে লিপ্ত হওয়া কোনো ওজর নয়; বরং ব্যক্তির উপর আবশ্যক হলো গুনাহ থেকে তাওবা করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

মুসলিম যুবকদের সঙ্গে শয়তানের অন্যতম একটা প্রতারণা হলো- সে জিহাদের ব্যাপারে তাদেরকে ভীত করে তুলে এবং এই যুক্তিতে তাদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখে যে, সে তো অনেক গুনাহগার, আল্লাহর কাছে অপরাধী! এতে সে

সম্পাদকীয় সংখ্যা- ৩১১

দুনিয়ার প্রতি আরও বেশি ঝুঁকে পড়ে ও আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করে এবং অধিকাংশই জিহাদ থেকে দূরে সরে যায়। অতঃপর সে তাওবাও করে না আর জিহাদও করে না, যাতে তার গুনাহ মাফ হতো। আজ আমরা হাজার হাজার গাফেল যুবকদেরকে দেখি; খেলাধূলায়, নাট্যশালায়, অবৈধ প্রতিযোগিতায়

তাদের শক্তি-সামর্থ্য নষ্ট করছে এবং এসবের মধ্যেই তাদের জীবন নিঃশেষ করে ফেলছে। অথচ অন্যদিকে আমেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপ ও অন্যান্য ক্রুসেডার এবং ইহুদিরা নিজেদের মাঝে অস্ত্র, সৈন্যবাহিনী শক্তিশালীকরণ, ও সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে।

যদি আমরা আমাদের সালফে সালেহীনদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করি, তাহলে আমরা এমন দৃষ্টান্তও দেখতে পাই যে, তাদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণের দিনই জিহাদ করেছেন এবং শাহাদাত লাভ করেছেন। যেমন- ইয়ারমুকের দিন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু'র সঙ্গে জারজাহর ঘটনাটি। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কেবলমাত্র দুই রাকা'আত সালাত আদায় করেন। অতঃপর সেদিন-ই তিনি শাহাদাত লাভ করেন। বরং তাদের কেউ কেউ তো রনাঙ্গনেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেনন এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য একটিবার সিজদাহ করারও সুযোগ পাননি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করেছেন শাহাদাত, এবং এমন এক জান্নাত, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের বিশালতার সমান। কারণ তারা তাদের জীবন আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন- উহুদ যুদ্ধের দিন উসাইরীম ও খাইবারের দিন জনৈক হাবাশী গোলামের ঘটনা; রাদ্বিআল্লাহু 'আনহুম ওয়া আরদ্বাহুম।

সেই প্রজন্মের কেউ নিজেকে গুনাহগার দাবি করে জিহাদ থেকে বিরত থাকতেন না। আবু মিহজান আস-সাকাফী রাদ্বিআল্লাহু 'আনহু কাদেসিয়ার যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তখন মদ্যপানের অপরাধে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তিনি মুসলমান অশ্বারোহীদের আল্লাহর শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখবেন আর নিজে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবেন, এটা মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই তিনি সাদ ইবনে

সম্পাদকীয় সংখ্যা- ৩১১

আবু ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু ‘আনহু'র স্ত্রীর কাছে শাহাদাত লাভ না হলে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানালেন। ছাড়া পেয়ে তিনি সাদ রাদ্বিআল্লাহু ‘আনহু'র ‘বালক্বা’ নামক অশ্ব নিয়ে ছুটলেন রনাঙ্গানে এবং এমন বীর বিক্রমে লড়াই করলেন যে, সাদ রাদ্বিআল্লাহু ‘আনহু মুগ্ধ হয়ে বললেন, ‘‘ঘোড়ার ধৈর্য দেখে মনে হচ্ছে বালকা, আক্রমণের তীব্রতা দেখে মনে হচ্ছে আবু মিহজান, কিন্তু আবু মিহজান তো বন্দী’’।

তারপর আবু মিহজান ফিরে আসেন এবং তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। তারা এভাবে অজুহাত পেশ করতেন না যে, গুনাহে জড়িয়ে পড়েছেন, তাই জিহাদ ছেড়ে দিবেন।

সেটি ছিল মর্যাদাবানদের প্রজন্ম। সেই প্রজন্মের যুবকেরাই কাফেরদের দাপট চূর্ণ করতে এবং তাদের ঐক্য ছিন্নভিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিশ্চয়ই মর্যাদা কেবল জিহাদের ময়দানেই অর্জিত হয়। তাহলে এটা বাদ দিয়ে অন্য কোন আদর্শে আমরা অনুপ্রাণিত হবো? কোন প্রজন্মের মতো করে নিজেদের গড়ব?

পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়া'লার জন্য।